দৈনিক

তারিখ 05 OCT 2016
পৃ. ?২ কলাম

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট করার দাবিতে গতকাল নীলক্ষেত মোড়ে সড়ক অবরোধ করে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ ● আল আমিন লিয়ন

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের শিক্ষার্থীদের আন্দোলন স্থগিত

দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি শিক্ষামন্ত্রীর ■ যানজটে চরম দুর্ভোগ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত সব গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজকে একীভূত করে পূর্ণাঙ্গ ইউনিট অথবা ইনস্টিটিউট করার দাবি জানিয়েছেন রাজধানীর গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের শিক্ষার্থীরা। দাবি আদায়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকে গতকাল সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখেন আন্দোলনকারীরা। পলাশীর ব্যানবেইস কার্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। এরপর মন্ত্রী শিক্ষার্থীদের দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিলে তারা সরে দাঁড়ান, বের হয়ে যান মন্ত্রী।

এদিকে, আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সড়কে অবস্থানের কারণে রাজধানীর ব্যস্ততম নীলক্ষেত-নিউমার্কেট এলাকায় তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়, চরম ভোগান্তি পোহাতে হয় পথচলতি মানুষের। গতকাল প্রায় সারা দিনই দাবি আদায়ে নীলক্ষেত-নিউমার্কেটের সড়ক অবরোধ করে রাখেন আন্দোলনকারীরা। এ ছাড়া সব গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেদেরও পড়ার সুযোগ দিতে সহশিক্ষা কার্যক্রম চালুর দাবি জানানো হয় আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৪

গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের

(শেষ পৃষ্ঠার পর) চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিলেও সন্ধ্যায় শিক্ষামন্ত্রীর আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে রাতে তারা আন্দোলন স্থগিতের ঘোষণা দেন। জানা গেছে, গতকাল বিকালে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ একটি কর্মশালায় যোগ দিতে পলাশীতে অবস্থিত বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) কার্যালয়ে যান। এ খবর পেয়ে আন্দোলনরত ছাত্রীরা সেখানে ছুটে যান। সন্ধ্যায় কর্মশালা শেষ হয়। বাইরে থেকে তখন ব্যানবেইস কার্যালয় ঘেরাও করে রাখেন বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা। তারা শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে দাবি পূরণের আশ্বাস চান। তবে ব্যানবেইস কার্যালয়ের পরিচালক মো. শফিউল্লাহ সাংবাদিকদের বলেন, মন্ত্রী অবরুদ্ধ হননি। কর্মশালা শেষে তিনি আরেকটি বৈঠকে বসেছিলেন।

এর আগে আন্দোলনকারীরা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক ওহিদুজ্জামানকেও অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন। গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে একটি আলোচনাসভায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন মাউশি মহাপরিচালক। প্রায় আধাঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকার পর কলেজ কর্তৃপক্ষ তালা ভেঙে তাকে উদ্ধার করে।

শিক্ষার্থীদের বক্তব্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হলেও অধিকাংশ সময় গার্হস্থ্য অর্থনীতির শিক্ষার্থীদের পরিচয় সংকটে পড়তে হয়। তাদের ভাষ্য, যেহেতু কলেজ, তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি নাকি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে– এমন প্রশ্নও শুনতে হয়। শিক্ষার্থীদের পরিচয়পত্রেও লেখা থাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত। অথচ বাস্তবতা ভিন্ন। এজন্য শিক্ষার্থীদের চাওয়া শুধু আজিমপুরের সরকারি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ নয় বরং সব গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজকে যেন একত্রিত করে একটি ইউনিট করা হয়। এজন্য ছেলেমেয়ে সম্মিলিত শিক্ষাব্যবস্থারও প্রয়োজন বলে মনে করেন তারা।